ফের করোনা পজিটিভ মাশরাফির

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস পিছু ছাড়ছে না মাশরাফি বিন মুর্তজার। দ্বিতীয়বার নমুনা পরীক্ষায় করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়ক।

এখনও করোনা থেকে মুক্তি পাননি জানিয়ে এ তথ্য গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন মাশরাফি নিজেই।

গত ২০ জুন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হন মাশরাফি। ফেসবুকে নিজেই সে দুঃসংবাদ জানান তিনি। ভক্ত-সমর্থকদের আতংকিত না হয়ে তার জন্য দোয়া করতে বলেন।

আক্রান্তের পর থেকে মাশরাফি বাসায় আইসোলেশনে থেকেই চিকিৎসা নিচ্ছেন।

এরপর গত ২৮ জুন মিডিয়ায় খবর রটে, করোনামুক্ত হয়েছেন মাশরাফি। তবে ওইদিন নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ তথ্যের সত্যতা নেই বলে জানান মাশরাফি।

সেদিন তিনি জানিয়েছিলেন, আমি কোভিড-১৯ নেগেটিভ। এটি মোটেও সত্য নয়। এখনও পুনরায় টেস্ট করাইনি। ১৪ দিন হওয়ার পর পর টেস্ট করানো ইচ্ছে আছে। মহান আল্লাহর ইচ্ছায় ও আপনাদের দোয়ায় এমনিতে ভালো আছি।

অতঃপর ১৪ দিন পার হলে ফের করোনা টেস্ট করান মাশরাফি। সে নমুনায় এবারও পজিটিভ ফলই এলো।

এদিকে করোনায় আক্রান্ত মাশরাফির পর তাঁর ছোট ভাই মোরসালিন বিন মুর্তজাও।

দুজনের শারীরিক অবস্থা ভালো বলেই জানা গেছে। সুত্র-যুগান্তর

করোনাভাইরাস পরীক্ষায় ফি আরোপ করা গণবিরোধী সিদ্ধান্ত : রিজভী

অবিলম্বে করোনাভাইরাস টেস্টের ফি বাতিল করে বিনামূল্যে নাগরিকদের টেস্টের ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন, করোনাভাইরাস পরীক্ষায় কি নির্ধারণ গণবিরোধী সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত বাতিল করে সারাদেশে বিনামূল্যে করোনাভাইরাস টেস্টের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাই।

আজ শনিবার নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এসব কথা বলেন। রুহুল কবির রিজভী বলেন, বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং তার দলের নেতা মন্ত্রীরা প্রায়শঃই দাবি করে বলেন, বিশ্বে বাংলাদেশ নাকি রোল মডেল। কীসের জন্য বাংলাদেশ মডেল? স্বীকার করতেই হবে বাংলাদেশ এখন দুর্নীতির জন্য সারা বিশ্বের কাছে মডেল। কারণ এরা যেমন ‘স্বর্ণের মেডেল’ থেকে স্বর্ণ চুরি করে আবার করোনায় বিপর্যস্ত মানুষের জন্য বরাদ্দ করা ত্রাণের চাল চুরি ও নকল মাস্কের ব্যবসা করতেও রোল ‘মডেল’ হয়েছে। এখন মরণঘাতী করোনা মহামারীর ভাইরাস পরীক্ষার ওপর ২০০ টাকা ফি আরোপ করার সিদ্ধান্ত বিস্ময়কর। এমনিতেই অর্থনৈতিক সংকট চরমে। মানুষের ঘরে খাবার নেই। হাসপাতালের দ্বারে দ্বারে ঘুরে অসহায়ভাবে পথে-ঘাটে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। প্রয়োজনের তুলনায় পরীক্ষাও হচ্ছে নামমাত্র। এরমধ্যে এই গণবিরোধী সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

তিনি আরও বলেন, মহামারির চিকিৎসা কখনো ব্যক্তিগত উদ্যোগে হয় না। করোনা মহামারীর চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রের। বিশ্বের কোথাও সরকারিভাবে কোভিড টেস্টে অর্থ নেয়া হয় না। বিশ্বে সবচেয়ে বেশি কোভিড টেস্টের রেকর্ড দক্ষিণ কোরিয়ার। তারা দিনে ১ লাখের উপর মানুষের কোভিড টেস্টও করেছে। এমনকি এন্টিবডি টেস্টও করেছে। তাদের সমস্ত টেস্টই বিনা মূল্যে করা হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে গরীব দেশ আফগানিস্থানে কোভিড টেস্ট বিনামূল্যে করা হচ্ছে। এমনকি বিশ্বের সবচয়ে গরীব দেশ পশ্চিম আফ্রিকার বুরকিনা ফাসো কোভিড টেস্ট বিনামূল্যে করা হয়। আমাদের প্রতিবেশী কোন দেশেই টেস্ট করাতে ফি নেয় না। উপরন্তু প্রায় প্রতিটা দেশের

সরকার স্বেচ্ছাসেবীদের ঘরে ঘরে পাঠাচ্ছে নমুনা সংগ্রহে। টেস্ট করাতে জনগণকে উৎসাহিত করতে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আর আমাদের দেশের শাসকগোষ্ঠী এই মহামারিকেও বানিয়েছে মুনাফা অর্জনের উপলক্ষ। এরা কতটা অমানবিক তার নিকৃষ্টতম প্রমাণ এই ফি ধার্য।

রিজভী বলেন, যেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং সব বিশেষজ্ঞ করোনা সংক্রমণ রোধে টেস্ট বৃদ্ধি করাকেই প্রধান অবলম্বন বলছেন, সেখানে টেস্ট করাতে ফি ধার্যের সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। এতে নিম্ন আয়ের মানুষেরা উপসর্গ থাকার পরও করোনা পরীক্ষা করাতে পারবেন না। তাদের চিহ্নিত করে কোয়ারেন্টাইন বা আইসোলেশন করা যাবে না। এতে সংক্রমণ দ্রুত বাড়তে থাকবে। লাশের মিছিল কেবল দীর্ঘতর হবে। দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত বন্ধ, মানুষের আয়ের উৎস থেমে গেছে। এমনিতে বেসরকারি হাসপাতালগুলো সরকার নির্ধারিত সাড়ে ৩ হাজার টাকায় কোভিড টেস্ট করছে না। যে যার মতো ৫-৬ হাজার টাকা পর্যন্ত জনগণের পকেট কেটে নিচ্ছে। সরকার তা নিয়ন্ত্রণের কোনো চেষ্টাই করছে না, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সমস্ত মনোযোগ দুর্নীতি আর লুটপাটে।

রিজভী বলেন, একটি হাসপাতালে ডাক্তার-নার্সদের খাবার-দাবারের বিল ২০ কোটি টাকা দেখালেও অভিযুক্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন, কোন দুর্নীতি হয়নি। অথচ প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে এই ২০ কোটি টাকার দুর্নীতি নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলেও কোন ব্যবস্থা নেয়ার কথা এখনও শোনা যায়নি। সরকার চারিদিক থেকেই শুধু স্বল্প আয়ের মানুষেরই পকেটে হাত দিচ্ছে। এমনিতেই করোনার অভিঘাতে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষ, এর ওপর বিদ্যুৎ, জ্বালানী, গ্যাস ও পানির মূল্য বৃদ্ধিতে তারা দিশেহারা, এর সাথে করোনা টেষ্টের ফি ২০০ টাকা ধার্য করে সরকার এখন ভ্যাম্পায়ারের ন্যায় রক্তচোষার ভূমিকায়।

তিনি বলেন, কোনো নাগরিক যদি টাকার অভাবে করোনাভাইরাস টেস্ট করতে না পেরে নিজ দেহে করোনা ভাইরাস বহন করে বেড়ায় তাহলে একজন নাগরিক শুধু নিজেরই ক্ষতি করছেন না তিনি অন্যের জন্যও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবেন। এ কারণেই বিষয়টি নাগরিকদের দায়-দায়িত্বের উপর ছেড়ে না দিয়ে বরং এটি রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব, জনস্বার্থে রাষ্ট্র নিজ উদ্যোগে নাগরিকদের বিনামূল্যে করোনা ভাইরাস টেস্ট করানোর সুযোগ সহজ করবে।

বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, এই সরকার নিজেরাও পরিস্থিতি সামাল

দিতে পারছে না। বিরোধী দল কিংবা বিশেষজ্ঞদের মতামতকেও তোয়াক্কা করছে না। জনগণের দল বিএনপির পক্ষ থেকে আমরা করোনা পেন্ডামিক ইস্যুতে সরকারকে বরাবরই সহযোগিতা করতে চেয়েছি। সঠিক পরামর্শ দেয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সরকার সেগুলো কানে নেয়নি।

সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, যে কোনো উপায়ে টাকা আয় করে দলীয় নেতাকর্মীদের লুটপাটের সুযোগ এবং বিদেশে পাচার করে দেয়াই যেন এই সরকারের নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষকে গুম-খুন-হত্যা করে, মানুষকে ভয় দেখিয়ে এই সরকার নিজেরাই নিজেদের মেয়াদ বাড়িয়ে সময় পার করছে বটে কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এই সরকারের অদক্ষতা, অজ্ঞতা, অব্যবস্থাপনার খেসারত নাগরিকদের হয়তো জীবনের বিনিময়ে দিতে হবে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

করোনায় একদিনে আরও ২৯ জনের মৃত্যু, আক্রান্ত ৩২৮৮

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ৯৯৭ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ২৮৮ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ১ লাখ ৫৯ হাজার ৬৭৯ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৬৭৩ জন এবং মোট সুস্থ ৭০ হাজার ৭২১ জন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

সূত্র-যুগান্তর

দামুড়হুদায় একজন করোনা রোগী এবং তার প্রতিবেশীর প্রশ্নবিদ্ধ আচরণ

দামুড়হুদার জয়রামপুর গ্রামের জনৈক ব্যক্তি করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিকে শারিরীক কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করছেন অপরদিকে, তার প্রতিবেশীর অমানবিক আচরণে প্রতিনিয়ত অসহায় এবং শংকার মধ্যে রয়েছে তার পুরো পরিবার।

এমনকি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হলেও তার পুরো পরিবার ঘর হতে বের হতে না পারার কারণে খাদ্য সংকটেরও সম্মুখীন। সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেয়নি প্রতিবেশীরা।

শুক্রবার ৩ জুলাই উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের চাল, ডাল, ডিম, তেলসহ যাবতীয় খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয়।

এসময় দেখা যায় সমাজের দ্বিমুখী চিত্র। যে প্রতিবেশীরা করোনা রোগীকে নিদারুণ ঘৃণা করছে, মানসিক নির্যাতন করছে, সেই মানুষগুলি-ই নিজেরাই মানছে না স্বাস্হ্য বিধি। আজ সেই অমানবিক ব্যক্তিদের বলা হয়েছে করোনা আক্রান্ত পরিবারের সাথে মানবিক আচরণ করতে হবে। অন্যথায়, তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্হা নেওয়া হবে।

আসুন আমরা নিজে সচেতন হই। করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিকে সমাজচ্যুত করার চিন্তা না করে তাদের প্রতি মানবিক আচরণ প্রদর্শন করি।

মেহেরপুরে নতুন করে ৪ জনের করোনা পজিটিভ

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে সদরে ৩ জন ও গাংনীতে ১ জন। এ নিয়ে জেলায় ৯১ জন করোনায় আক্রান্ত হলেন।

এর মধ্যে ৩৩ জন সুস্থ হয়েছেন, ৫ জন মারা গেছেন। ৮ জন রেফার্ড করা হয়েছে।

আক্রান্তরা হলেন- মেহেরপুর শহরের মল্লিক পাড়ার আয়ুব আলী (২৮), মিশন স্কুল পাড়ার আবু বক্কর তেলা (৫৬), শ্যামপুর কলোনি পাড়ার জহুরা (৭০) । বাকি একজন হলেন গাংনী পশু হাসপাল এলাকার বাসিন্দা ফারহানা সুলতানা (৪৭)।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন জানান, আজ কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ থেকে ২৪ টি রিপোর্ট এসেছে। এর মধ্যে ৪টি পজিটিভ, বাকিগুলো নেগেটিভ।

তিনি জানান, এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা ১৯১২ টি।

মেহেরপুর জেলায় পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা বর্তমানে ৪৫ (সদর-২৭, গাংনী-১৫, মুজিবনগর-৩) জন।

১৫ আগস্টেই ভারতে ‘করোনার ভ্যাকসিন’ চালু

আসছে ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবসে দেশটিতে তৈরি করোনাভাইরাসের সম্ভাব্য ভ্যাকসিন বাজারজাত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ ভ্যাকসিনের নাম দেয়া হয়েছে কোভ্যাক্সিন।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চ বা আইসিএমআরের বরাত দিয়ে

শুক্রবার ভারতের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম জানায়, সাধারণ মানুষের জন্য ১৫ আগস্ট এই ভ্যাকসিন চালু করতে চাইছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ। এখন ভ্যাকসিনটির ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু হচ্ছে। এটির সফলতা নিয়ে বিজ্ঞানীরা আশাবাদী।

ভারতের বায়োটেক ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে যৌথভাবে এ ভ্যাকসিন নিয়ে আসছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ। ১২ টি প্রতিষ্ঠানকে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। এ ইনস্টিটিউটগুলোকে আইসিএমআর ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের জন্য প্রস্তুত হতে বলেছে। এই বিষয়টিকে প্রায়োরিটি প্রজেক্ট হিসেবে দেখছে কেন্দ্রীয় সরকার।

এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ চলতি সপ্তাহেই ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু করে দিতে নির্দেশ দিয়েছে। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ওপরেই এই ভ্যাকসিনের সাফল্য নির্ভর করবে। কোনো ইনস্টিটিউট এই বিষয়ে সহযোগিতা না করলে তা গুরুতর অপরাধ হিসেবে দেখা হবে বলেও হুশিয়ারি দেয়া হয়েছে।

ইনস্টিটিউটগুলিকে লেখা চিঠিতে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের জন্য নির্বাচিত ইনস্টিটিউটগুলিকে নির্দিষ্ট টাইমলাইনের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে এই কাজটি করতে বলা হয়েছে। টিকা বানানোর জন্য সার্স-কভ-২ ভাইরাসের স্ট্রেন সংগ্রহ করা হয়েছিল আইসিএমআর-এর অধীনে থাকা পুণের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি থেকে। টিকার ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরুর আগে যা যা করণীয় বিবিআইএল-এর সহযোগিতায় সেই সবই করেছে ও করে চলেছে আইসিএমআর।

এক বিবৃতিতে আইসিএমআর বলেছে, জনস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে আগামী ১৫ আগস্টের মধ্যে এ ভ্যাকসিন বাজারে আনার পুরোদমে চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। এর মধ্যে সবকটি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শেষ করতে হবে। ভারত বায়োটেক চেষ্টা করছে, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ করার। যদিও এ প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সবকটি ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের পরেই চূড়ান্ত ফল জানা যাবে

আইসিএমআরের মহাপরিচালক বলরাম ভার্গব বলেছেন, চলতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সম্পর্কিত সব সরকারি অনুমোদন এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবশ্যই জোগাড় করে ফেলতে হবে, যাতে ভ্যাকসিনটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাজারে আনা যায়।

যুগান্তর ডেস্ক

একদিনে আরও ৪২ মৃত্যু, শনাক্ত ৩১১৪

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ৯৬৮ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ১১৪ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ১ লাখ ৫৬ হাজার ৩৯১ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৬০৬ জন এবং মোট সুস্থ ৬৮ হাজার ৪৮ জন।

শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ঘণ্টায় ১৪ হাজার ৭৮১টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে পূর্বের নমুনাসহ ১৪ হাজার ৬৫০টি নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ১১৪ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ১ লাখ ৫৬ হাজার ৩৯১ জন। শনাক্তের হার ২১ দশমিক ২৬ শতাংশ।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৪২ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ৩২ জন ও নারী ১০ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ১ হাজার ৯৬৮জন।

নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৬০৬ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ ৬৮ হাজার ৪৮ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৪৩ দশমিক ৯১ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ২৬ শতাংশ।

তিনি আরও জানান, বয়স বিভাজনে ১১-২০ বছরের মধ্যে একজন, ২১-৩০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে একজন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৫ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ১১ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ১১ জন, ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ৭ মারা এবং ৮১-৯০ বছরের মধ্যে ৩ জন মারা গেছেন।

করোনায় দেশে এ পর্যন্ত যারা মারা গেছেন তাদের মধ্যে ০-১০ বছরের মধ্যে ১২ জন, ১১-২০ বছরের মধ্যে ২৩ জন, ২১-৩০ বছরের মধ্যে ৭০ জন,

৩১-৪০ বছরের মধ্যে ১৪৭ জন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ২৪০ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ৫৭১ জন এবং ষাটোর্ধ্ব বয়সের ৮৫০ জন।

নাসিমা জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা বিভাগে ১৮ জন, চট্টগ্রামে ১০ জন, রাজশাহীতে ৩ জন, রংপুরে ৪ জন, সিলেটে ৩ জন, খুলনায় ৩ জন, বরিশালে একজন মারা গেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে ৩১ জন ও বাড়িতে ১১ জন মারা গেছেন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

যুগান্তর রিপোর্ট

ভ্যাক্সিনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও আড়াই বছর: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্পেশাল এনভয় ড. ডেভিড নাবারো জানিয়েছেন, করোনার ভ্যাক্সিনের অপেক্ষায় সারা বিশ্ব। তবে কাঙ্খিত ভ্যাক্সিন হাতে পতে অপেক্ষা করতে হবে আরো অনন্ত আড়াই বছর।

বৃহস্পতিবার ভারতীয় গণমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডেকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আপাতত করোনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তির কোনো উপায় নেই। যদি কেউ এমনটা দাবি করেন, তাহলে তার প্রমাণ দরকার বলে মনে করেন

তিনি।

তিনি বলেন, ভ্যাক্সিন দেয়ার পর কেউ করোনা থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ হচ্ছে কিনা, তা বুঝতে সময় লাগবে। এছাড়া বিশ্বের প্রত্যেকে ভ্যাক্সিন পাচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, গরিব দেশ হোক বা ধনী দেশ, প্রত্যেকে যাতে ভ্যাক্সিন পায়, সে বিষয়টাও নিশ্চিত করতে হবে।
কিছুদিন আগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষে জানানো হয়, তাদের আশা, করোনাভাইরাসের কয়েক লক্ষ ভ্যাক্সিন তৈরি হবে চলতি বছরেই। আর পরের বছর শেষ হওয়ার আগেই তৈরি হবে ভ্যাক্সিনের ২০০ কোটি ডোজ।

ভ্যাক্সিন কাদের প্রথমে দেয়া হবে, সেই পরিকল্পনা তৈরি করার কাজও শুরু করে দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীদের আগে দেয়া হবে ভ্যাক্সিন। এছাড়া যাদের বয়স বেশি ও অন্য কোনো রোগে আক্রান্ত, তাদেরও দেয়া হবে প্রথম পর্যায়ে। এছাড়া জেল বা হোম, যেখানে বহু মানুষ একসঙ্গে থাকেন, তাদেরও দ্রুত ভ্যাক্সিন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

বিজ্ঞানীরা যদিও মনে করছেন এখনও করোনা লড়াইয়ে কার্যকরী প্রতিষেধক পেতে ১২ থেকে ১৮ মাস সময় লাগবে। আগের মাসে গ্লোবাল ফার্মাসিউটিক্যালসের ফিজার জানিয়েছিল, অক্টোবরের শেষেই করোনা প্রতিষেধক তৈরি হয়ে যাবে।

এখন সারা বিশ্বে ১০০ টি প্রতিষেধকের উপর বিভিন্ন স্তরে পরীক্ষা চলছে। কিন্তু পাকাপাকি সুফল নিয়ে করোনার সঙ্গে লড়াই করবে এমন প্রতিষেধকের খোঁজ এখনও ধোঁয়াশায়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় নির্মিত প্রতিষেধক আশা দেখাচ্ছে। কিন্তু কবে প্রতিষেধক প্রয়োগে কোভিড আতঙ্ক থেকে মুক্তি মিলবে তা এখনও অনিশ্চিত। সুত্র-যুগান্তর

ভারতে ২৪ ঘণ্টায় ২০ হাজারের বেশি করোনায় আক্রান্ত

ভারতে ২৪ ঘণ্টায় ২০ হাজার ৯০৩ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশটিতে সর্বমোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ছয় লাখ ২৫ হাজার ৫৪৪ জনে।

দেশটির গণমাধ্যম এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, করোনায় ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে বর্তমানে ১৮ হাজার ২১৩ জনে পৌঁছেছে। এছাড়া আক্রান্তদের মধ্যে তিন লাখ ৭৯ হাজার ৮৯২ জন ভাইরাসটি থেকে সেরে উঠেছেন।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে বৃহস্পতিবার নতুন করে ৫৫ হাজার করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের হিসাবে এমন তথ্য পাওয়া গেছে।

বলা হচ্ছে, মহামারীর প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর ২৪ ঘণ্টায় এটিই সবচেয়ে বেশিসংখ্যক কোভিড-১৯ পজিটিভ। গেল সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাস সংক্রমণ ব্যাপক হারে বেড়েছে।

এতে নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের করোনা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়েছে। এ ছাড়া কঠোর লকডাউনের পর বেশ কয়েকজন গভর্নর তাদের অর্থনীতিকে সচল করার পরিকল্পনা থেকে সরে এসেছেন।

বৃহস্পতিবার আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৫ হাজার ২৭৪ জনে। এর আগে গত ১৯ জুন ব্রাজিলে ৫৪ হাজার ৭৭১ জনের আক্রান্ত হওয়ার রেকর্ড ছিল।

সপ্তাহ দুয়েক আগে যুক্তরাষ্ট্রে একদিনে ২২ হাজার করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছিলেন। আর গত সাত দিন পর পর ৪০ হাজারের বেশি কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

গত জুনের শুরুর তুলনায় ১৪ দিনে যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি রাজ্যের মধ্যে ৩৭টিতে নতুন সংক্রমণ বেড়েছে। বৃহস্পতিবার এ যাবতকালে সব রাজ্যের মধ্যে ফ্লোরিডায় সবচেয়ে বেশি লোক আক্রান্ত হয়েছেন।

দুই কোটি ১০ লাখ লোকের রাজ্যটিতে এদিন নতুন করে ১০ হাজার লোক

সংক্রমিত হন, যা মহামারীর সর্বোচ্চ সংক্রমণের দিক থেকে যে কোনো ইউরোপীয় দেশের তুলনায় বেশি।

চলতি সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের সংক্রমণবিষয়ক শীর্ষ বিজ্ঞানী ডা. অ্যান্থনি ফাউসি বলেন, করোনা রোধে দেশজুড়ে সঠিক পদক্ষেপ নেয়া না হলে আক্রান্তের সংখ্যা দিনে এক লাখে পৌঁছাতে পারে। সূত্র-যুগান্তর

যুক্তরাষ্ট্রে করোনা আক্রান্তের নতুন বিশ্বরেকর্ড

যুক্তরাষ্ট্রে বৃহস্পতিবার নতুন করে ৫৫ হাজার করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের হিসাবে এমন তথ্য পাওয়া গেছে।

বলা হচ্ছে, মহামারীর প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর ২৪ ঘণ্টায় এটিই সবচেয়ে বেশিসংখ্যক কোভিড-১৯ পজিটিভ। গেল সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাস সংক্রমণ ব্যাপক হারে বেড়েছে।

এতে নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের করোনা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়েছে। এ ছাড়া কঠোর লকডাউনের পর বেশ কয়েকজন গভর্নর তাদের অর্থনীতিকে সচল করার পরিকল্পনা থেকে সরে এসেছেন।

বৃহস্পতিবার আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৫ হাজার ২৭৪ জনে। এর আগে গত ১৯ জুন ব্রাজিলে ৫৪ হাজার ৭৭১ জনের আক্রান্ত হওয়ার রেকর্ড ছিল।

সপ্তাহ দুয়েক আগে যুক্তরাষ্ট্রে একদিনে ২২ হাজার করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছিলেন। আর গত সাত দিন পর পর ৪০ হাজারের বেশি কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

গত জুনের শুরুর তুলনায় ১৪ দিনে যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি রাজ্যের মধ্যে ৩৭টিতে নতুন সংক্রমণ বেড়েছে। বৃহস্পতিবার এ যাবতকালে সব

রাজ্যের মধ্যে ফ্লোরিডায় সবচেয়ে বেশি লোক আক্রান্ত হয়েছেন।

দুই কোটি ১০ লাখ লোকের রাজ্যটিতে এদিন নতুন করে ১০ হাজার লোক সংক্রমিত হন, যা মহামারীর সর্বোচ্চ সংক্রমণের দিক থেকে যে কোনো ইউরোপীয় দেশের তুলনায় বেশি।

চলতি সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের সংক্রমণবিষয়ক শীর্ষ বিজ্ঞানী ডা. অ্যান্থনি ফাউসি বলেন, করোনা রোধে দেশজুড়ে সঠিক পদক্ষেপ নেয়া না হলে আক্রান্তের সংখ্যা দিনে এক লাখে পৌঁছাতে পারে। সুত্র-যুগান্তর